মাদরাসায় শিক্ষকতা ইবাদতের অংশ : ইআবি ভিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশ: ১৮ মে, ২০২৬ ২১:৫০

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান বলেছেন, মাদরাসার শিক্ষকতা শুধু চাকরি নয়, একটি ইবাদতের অংশ। মাদরাসায় সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কোরআন, হাদিস, ফিকহ ও ইসলামী শিক্ষার উচ্চতর গবেষণা করা হয় এবং

দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণের শিক্ষা দেয়া হয়।

আজ সোমবার (১৮ মে) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে অধিভুক্ত কামিল মাদরাসার শিক্ষকদের দুই দিনব্যাপী "আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষার্থীদের কোরআন-হাদিস ও আরবি ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তোলা শিক্ষকদের নৈতিক দায়িত্ব। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের ছুটির দিনে, শনিবারে বা ক্লাস শেষে অবসর সময়ে স্পেশাল কেয়ারের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে, তাহলে আলীয়া মাদরাসার ঐতিহ্য ফিরে আসবে। যদি শিক্ষকগন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে আসেন, তাহলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে।

তিনি শিক্ষকদেরকে শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তরিকতার সাথে পাঠদান ও অভিবাকত্ব গ্রহণের আহবান জানান।

কর্মশালার সমাপনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। রিসোর্স পার্সন হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ প্রফেসর মাহমুদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, ইলাননুর ইনস্টিটিউট ঢাকা এর মাস্টার ট্রেইনার ড. মাহমুদুল হাসান ইউসুফ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হারুনুর রশীদ। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সবাইকে সমাপনি দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সনদ প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব ফাহাদ আহমদ মোমতাজী, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো. জিয়াউর রহমান, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. জাভেদ আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক জাহেদ উল্লাহ, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও পিএস টু ভিসি আশফাক আখতার, কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের সহকারী রেজিস্ট্রার আখলাকুল আম্বিয়াসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।